গত বছর মার্চে দেশে যখন করোনা সংক্রমণ শুরু হয়, তখন ছিল ২০২১ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই মুদ্রণ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতিকাল। মে-জুন মাসে বই মুদ্রণের দরপত্র আহ্বান করার সময় সারাদেশে ছিল লকডাউন। রাস্তাঘাট ফাঁকা, ভয়ে কেউ বাইরে বের হতে চান না। মুদ্রণ ও বাঁধাই শ্রমিকরা রাজধানী ছেড়ে চলে গেছেন গ্রামে। শত অনুরোধেও কেউ কাজে ফিরতে চান না। মুদ্রণ প্রক্রিয়া শুরুর প্রাক্কালে সারাদেশের ৯০টি কাগজকলের (পেপার মিল) মধ্যে ৮৩/৮৪টিই বন্ধ ছিল।

এ রকম নানা প্রতিকূলতা ও বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করে চলতি বছরের শুরুতে দেশের কোটি কোটি শিশুর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নতুন শ্রেণির পাঠ্যবই। ঝকঝকে চাররঙা নতুন বই হাতে পেয়ে প্রাথমিক স্তরের শিশুরা হয়েছে আনন্দ-আহ্লাদে আপ্লুত। করোনাকালেও এই শিশুরা নিজেরাই বিদ্যালয়ে এসে বই নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। যে শিশুরা আসেনি, তাদের বাবা-মা স্কুলে এসে বই নিয়ে যান। জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা সমকালকে বলেন, 'করোনা মহামারির কারণে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এবার কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে দিতে হয়েছে। ছাপার মুহূর্তে কাগজকল ছিল বন্ধ। স্বাস্থ্যগত বিষয়ে মুদ্রণ শ্রমিকরা ছিলেন ভয়ে-আতঙ্কে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পাঠ্যবইয়ের ভেতরের পৃষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক স্থিরচিত্র যুক্ত করা হয়েছে। এটি করতে গিয়ে কিছুটা সময়ও বেশি লেগেছে। তার পরও বছরের শুরুতে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমরা আনন্দিত।'

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট ৪ কোটি ১৬ লাখ ৫৫ হাজার ২২৬ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে এবার তুলে দেওয়া হয়েছে ৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ৬২ হাজার ২৯৪ কপি পাঠ্যবই। বিনামূল্যেই এ পাঠ্যবই পেয়েছে দাখিল, কারিগরি, ইংরেজি ভার্সন, প্রাক-প্রাথমিক ও ৫টি ভাষার আদিবাসী শিশুরা। ব্রেইল বই পেয়েছে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও। নতুন বইয়ের আনন্দ ছড়িয়ে গেছে সারাদেশে। কোটি কোটি শিক্ষার্থীকে বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের এই বিশাল কর্মযজ্ঞে দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করেছেন ৫৫ হাজার মুদ্রণ ও বাঁধাই শ্রমিক। কর্মযজ্ঞে যুক্ত ছিলেন এনসিটিবির ৮৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। সারাদেশের ২০৬টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান এসব পাঠ্যবই ছেপেছে। প্রায় ৪০০ ট্রাক জেলা-উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যবই মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিনামূল্যের বই ছাপাতে এবার ব্যবহৃত হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার টন কাগজ।

এনসিটিবির অর্থ উইং থেকে জানা যায়, ৩৪ কোটির বেশি পাঠ্যবই ছাপতে এ বছর সরকারের ব্যয় হয়েছে ৬৭৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ১০ কোটি ২৫ লাখ ৮২ হাজার ৫৩৭ কপি বই ছাপতে ১৯৯ কোটি টাকা আর মাধ্যমিকের ২৪ কোটি ১০ লাখ ৭৯ হাজার ৭৬৭ কপি বই ছাপতে লেগেছে ৪৮০ কোটি টাকা। বই মুদ্রণে প্রাক্কলন দরের চেয়ে ৩৭১ কোটি টাকা কম ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া গত বছরের (২০২০ শিক্ষাবর্ষ) চেয়ে ৩৩৪ কোটি টাকা কম লেগেছে।

এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর ফরহাদুল ইসলাম সমকালকে বলেন, আগের চেয়ে কম দামে, কম সময়ের মধ্যে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বই মুদ্রণ করা গেছে। গত এক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এনসিটিবির এ সংক্রান্ত কাজে কর্মদক্ষতা বেড়েছে। এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, অন্যবারের চেয়ে করোনার কারণে

এ বছরের পাঠ্যবই ছাপতে এনসিটিবিকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে এনসিটিবিতে নিরলস কাজ করে গেছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকেই শতভাগ ই-টেন্ডারিংয়ে চলে গেছে এনসিটিবি। এটি ছিল এনসিটিবির প্রথম সফলতা। অনলাইনে দরপত্র আহ্বান করতে সাড়ে সাতশ লটকে কমিয়ে এনে ৪৫০ লটে আনা হয়। এনসিটিবি খোলা থাকলেও সে সময়ে শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বন্ধ থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে করোনাকালে প্রশাসনিক যোগাযোগ রক্ষা করাও এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল।

এই কর্মকর্তারা জানান, সব দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করে বই ছাপার আগ মুহূর্তে ভেতরের পৃষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নানা কনটেন্ট যুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত হয়। ঐতিহাসিক এসব বিষয়ের ছবি বাছাই, কনটেন্ট তৈরি ও গ্রাফিক্স ডিজাইন চূড়ান্ত করতে বেশ সময় লেগে যায়। মন্ত্রণালয় থেকে এসব বিষয়ে ৬ নভেম্বর চূড়ান্ত করা হয় এবং এনসিটিবি থেকে তা মুদ্রণকারীদের দিতে দিতে ১৯ নভেম্বর হয়ে যায়। এর পরও বই সময়মতো দেওয়া গেছে।